



225160 - উপদশে দয়োর আদবসমূহ

প্রশ্ন

কাউকে উপদশে দয়োর রূপরখো কি? উপদশে কিনির্জনে দতিবে হব্বে; নাকি সবার সামনে? কে উপদশে দয়োর যোগ্য?।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

উপদশে হচ্ছো মুসলমি ভ্রাতৃত্বরে গুরুত্বপূর্ণ একটা আলামত। এটা পূর্ণ ঈমান ও পরপূর্ণ ইহসান শ্রণীর গুণ। কারণ কোন মুসলমি ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিজেরে জন্য যা ভালবাসে তার মুসলমি ভাই-এর জন্যও তা ভালবাসে। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিজেরে জন্য যা অপছন্দ করে তার মুসলমি ভাই-এর জন্যও তা অপছন্দ করে। আর এটাই হচ্ছো- উপদশে দয়োর প্ররণা।

সহি বুখারী (৫৭) ও সহি মুসলমি (৫৬)-এ জাবরি (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদিসে এসছে যে, তিনি বলেন: “আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে এই মর্মে বাইয়াত করলাম যে, নামায আদায় করব, যাকাত প্রদান করব এবং প্রত্যকে মুসলমিরে কল্যাণ কামনা করব।”

সহি মুসলমি (৫৫) তামমি আদ-দারি (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়ছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “দ্বীন হচ্ছো- নাসীহা (উপদশে, কল্যাণ কামনা)। আমরা বললাম: কার জন্য? তিনি বললেন: আল্লাহর জন্য, তাঁর কতিবেরে জন্য, তাঁর রাসূলরে জন্য, মুসলমি নেত্ববর্গরে জন্য এবং সাধারণ মুসলমানদরে জন্য।”

ইবনুল আছরি (রহঃ) বলেন:

সাধারণ মুসলমানদরে জন্য নসীহত হচ্ছো- তাদেরকে নিজদেরে কল্যাণরে দকি-নির্দেশনা দয়ো। [আন-নহিয়া (৫/১৪২) থেকে সমাপ্ত]

নসীহা পশে করার সাধারণ কিছু শষ্টিচার রয়েছে কামলপ্রাণ উপদশেদাতার এ শষ্টিচারগুলতে ভূষিত হওয়া বাঞ্ছনীয়:

উপদশে দয়োর প্ররণা যনে হয় মুসলমি ভাই-এর কল্যাণ সাধন করার ভালবাসা থেকে এবং অকল্যাণকে অপছন্দ করা থেকে।

ইবনে রজব (রহঃ) বলেন: আর মুসলমানদরে প্রতিনসীহা হচ্ছো: নিজেরে জন্য যা ভালবাসে তাদেরে জন্যও সটোক ভালবাসা।



নজিরে জন্ম যতোকো অপছন্দ করে তাদরে জন্মও সটোকো অপছন্দ করা। তাদরে প্রতি দয়াশীল হওয়া, ছোটদেরকে স্নহে করা, বড়দেরকে শ্রদ্ধা করা। তাদরে দুঃখে দুঃখী হওয়া। তাদরে খুশিতে আনন্দিত হওয়া; যদিও এতে তার দুনিয়াবী ক্ষতি হোক না কেন; যমেন জনিসিপত্ররে দাম কমো যাওয়া; ফলে সো যা কিছু বক্রিকরে ব্যবসা করে তাতে লাভ না হওয়া। অনুরূপ কথা প্রযোজ্য সাধারণভাবে যা কিছু মুসলমি উম্মাহর ক্ষতিকরে সো ক্ষত্রেও। যা কিছু তাদরে সংশোধন করবে, তাদরে মলেবন্ধনকে অটুট রাখবে, নয়োমতরে ধারা অব্যাহত রাখবে সটোকো ভালবাসা। শত্রুর বিরুদ্ধে তাদরে বজ্রী হওয়াকে এবং তাদরে থেকে সব ধরণরে বপিদ ও অনষ্টি দূরীভূত করাকে ভালবাসা। আবু আমর ইবনুস সালাহ বলেন: নসীহা হচ্ছো এমন একটা ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ যা উপদেশদাতার পক্ষ থেকে উপদেশগ্রহীতার যাবতীয় উপায়ে সব ধরণরে হতিকামনা ও হতি সাধনকে বুঝায়। [জামেউল উমূললি হকিম (পৃষ্ঠা-৮০)]

উপদেশে বা নসীহা পশে করার ক্ষত্রে মুখলসি তথা আন্তরিকি হওয়া। এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রত্যাশা করা। মুসলমি ভাই-এর উপর বড়ত্ব ও শ্রেষ্টত্ব জাহরি করা নয়।

উপদেশে হতে হবে নরিভজোল ও খয়োনত মুক্ত। শাইখ বনি বায (রহঃ) বলেন: النصح (আন-নুসহ) শব্দরে অর্থ হচ্ছো- যো কোনে কিছুতে ঐকান্তিকিতা, তাতে ভজোল ও খয়োনত না থাকা। আরবদরে কথায় এর উদাহরণ হচ্ছো- نصح نهب অর্থ খাঁটা সোনো অর্থাৎ ভজোলমুক্ত সোনো। আরও বলা হয়: غسل ناصح অর্থ ভজোল ও মোম মুক্ত মধু। [মাজমুউ ফাতাওয়া বনি বায, (৫/৯০) থেকে সমাপ্ত]

উপদেশে দয়োর উদ্দেশ্য যনে না দোষারোপ করা বা ভরৎসনা করা। ইবনে রজব (রহঃ) এর একটা বিশিষে পুস্তকি রয়ছে: ‘আল-ফারকু বাইনান নাসহি ওয়াত তা’যীর’ (উপদেশে ও ভরৎসনা এর মধ্যযে পার্থক্য)।

উপদেশে দিতে হবে ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসার চতেনা নয়ি। কর্কশ ও কঠনি ভাষায় নয়। আল্লাহ তাআলা বলেন: “আপনি মানুষকে দাওয়াত দনি আপনার রবরে পথে হকিমত ও সদুপদেশে দ্বারা এবং তাদরে সাথে সাথে তরক করবনে উত্তম পন্থায়।” [সূরা নাহল, আয়াত: ১২৫]

উপদেশে হতে হবে জ্ঞাননরিভর, ব্যাখ্যামূলক ও যুক্তভিত্তিকি। শাইখ সা’দী (রহঃ) বলেন: হকিমত হচ্ছো- জ্ঞানরে মাধ্যমে দাওয়াত দেওয়া; অজ্ঞতার ভিত্তিতে নয় এবং অধিকি গুরুত্বপূর্ণটি আগে শুরু করা; এরপর পররেটি। এবং মানুষরে স্মৃতিশক্তি ও বোধশক্তির যটো কাছাকাছি সটো দয়ি শুরু করা। যটো মানুষ পুরোপুরি গ্রহণ করবে সটো দয়ি শুরু করা। কোমলতা ও নম্রতা দয়ি দাওয়াত দয়ো। যদি জ্ঞানরে প্রতি নিতস্বীকার করে তাহলে ভাল; নচৎে সদুপদেশে দয়োর পন্থা অবলম্বন করবে। আর তা হল- উৎসাহ প্রদান ও ভীতপ্রদর্শনরে মাধ্যমে আদশে ও নরিদশে। যদি দাওয়াতরে টার্গেটকৃত ব্যক্তিমনে করে যো, সো যটোর উপর আছে সটো হক্ব কথিবা সো বাতলি এর দকি আহ্বান করে সক্ষেত্রে তার সাথে উত্তম পন্থায় তরক করতে হবে। এগুলো হচ্ছো- দাওয়াতরে পন্থা; যুক্তির নরিখি ও শরয়িতরে দৃষ্টিতে এ গুলোর মাধ্যমে



দাওয়াত দলি সাড়া দয়ার সম্ভাবনা অধিক। এর মধ্যে রয়েছে টারগটেক্ত ব্যক্তিতে সব দলিলে বশ্বাস করে সেগুলো দিয়ে তার বিরুদ্ধে প্রমাণ উপস্থাপন করা। এটি উদ্দেশ্য হাছলিরে সর্বোত্তম পন্থা। বতিরক যনে ঝগড়াঝাঁটি ও গালাগালতি পরণিত না হয়। তাহলে উদ্দেশ্য ভসেতে যাবে, কোন লাভ হবে না। বতিরকরে উদ্দেশ্য যনে হয় মানুষকে সত্যরে পথ দেখানো; তাদরেকে পরাজতি করা নয়।[তাফসরি সা'দী (পৃষ্ঠা-৪৫২) থেকে সমাপ্ত]

উপদশে দতি হবে গোপনে। প্রকাশ্যে মানুষরে সামনে নয়। তবে, কল্যাণরে দকি প্রবল হলে প্রকাশ্যে উপদশে দয়া যতে পারে। ইবনে রজব (রহঃ) বলনে: সলফে সালহেীন যখন কাউকে উপদশে দতি চাইতনে তখন তারা তাকে গোপনে সদুপদশে দতিনে। এমনকি তাদরে কটে কটে বলছেন: য়ে ব্যক্তিতার মুসলমি ভাইকে একান্তে উপদশে দয়িছে সেটাই নসীহা। আর য়ে ব্যক্তিমামুশরে সামনে সদুপদশে দয়িছে সে তাকে ভরৎসনা করছে। ফুযাইল (রহঃ) বলনে: ঈমানদার লোক দোষ গোপন রাখতে ও উপদশে দয়ে। আর পাপী লোক বহেজ্জত করে ও ভরৎসনা করে।[জামউল উলুমি ওয়াল হকাম (১/২৩৬) থেকে সমাপ্ত]

ইবনে হাযম (রহঃ) বলনে: যদি তুমি উপদশে দতি চাও তাহলে গোপনে দাও; প্রকাশ্যে নয়। ইঙ্গতি দাও, সরাসরিনয়। যদি সে তোমার ইঙ্গতি না বুঝে তাহলে সরাসরি উপদশে দয়া ছাড়া উপায় নহে...। যদি তুমি এ দকিগুলো এড়িয়ে যাও তাহলে তুমি জালমি; তুমি হতিষী নও।[আল-আখলাক ওয়াস সয়্যার (পৃষ্ঠা-৪৫) থেকে সমাপ্ত]

তবে, প্রকাশ্যে উপদশে দানরে মধ্যে যদি কোন অগ্রগণ্য কল্যাণ থাকে তাহলে প্রকাশ্যে উপদশে দতি কোন আপত্তি নহে। উদাহরণত য়ে ব্যক্তিকোন আকদার মাসয়ালায় জনসম্মুখে ভুল করছে; যাত করে তার কথা দ্বারা মানুষ বিভিন্নত না হয় এবং তার ভুলরে অনুসরণ না করে। অনুরূপভাবে য়ে ব্যক্তিসুদকে জায়যে বলে প্রকাশ্যে তার প্রত্যুত্তর দয়া। কহিবা য়ে ব্যক্তিমামুশরে মাঝে বদাত ও পাপকর্মরে প্রসার ঘটায়। এ ধরণরে লোককে প্রকাশ্যে উপদশে দয়া শরয়িতসম্মত। বরং কখনও কখনও অগ্রগণ্য কল্যাণ হাছলি ও প্রবল সম্ভাবনাময় ক্ষতি প্রতিরোধার্থে ওয়াজবি।

ইবনে রজব (রহঃ) বলনে: যদি তার উদ্দেশ্য হয় নছিক সত্যকে তুলে ধরা এবং যাত করে মানুষ বক্তার ভুল কথা দ্বারা প্রতারতি না হয় তাহলে নঃসন্দহে সে ব্যক্তিতার নয়িতরে কারণে সওয়াব পাবে। তার এ কর্ম ও এ নয়িতরে মাধ্যমে সে আল্লাহ, তাঁর রাসূল, মুসলমি নত্বেবর্গ ও সাধারণ মুসলমানদরে কল্যাণ কামনার অন্তর্ভুক্ত হবে।[আল-ফারকু বাইনান নাসীহা ওয়াত তা'য়ীর (পৃষ্ঠা-৭)]

উপদশেদাতা সবচয়ে সুন্দর ভাষা নরিবাচন করা এবং উপদশে গ্রহীতার সাথে কামল হওয়া ও নরম ভাষা ব্যবহার করা।

গোপন বিষয় গোপন রাখা, মুসলমিরে ত্রুটি লুকয়ি়ে রাখা, সম্মানে আঘাত না করা। উপদশেদাতা হছনে- দয়ালু, কামলপ্রাণ, কল্যাণকামী, দোষ গোপন রাখতে আগ্রহী।

উপদশে দয়ার আগে যাচাইবাছাই করে নশ্চতি হওয়া। ধারণার উপর নরিভর না করা। যাত করে তার মুসলমি ভাই-এর মাঝে



যে দোষ নাই তার উপর সে দোষ আরোপ না করা হয়।

উপদশে দয়োর জন্য উপযুক্ত সময় নরিবাচন করা। ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন: “অন্তরগুলোর স্পৃহা ও চঞ্চলতা আছে। আবার জড়তা ও পছিটান আছে। সুতরাং স্পৃহা ও চঞ্চলতার সময় অন্তরগুলোকে কাজে লাগাও এবং জড়তা ও পছিটানরে সময় ছাড় দাও।” [ইবনুল মুবারক ‘আল-যুদহ’ (নং-১৩৩১) উক্তটি বর্ণনা করছেন]

উপদশেদানকারী মানুষকে যে আদশে দিচ্ছেন নিজি সেটোর উপর আমলকারী হওয়া এবং যা থেকে নিষিধে করছেন নিজি সেটো বর্জনকারী হওয়া। আল্লাহ তাআলা বনী ইসরাইলকে তাদের কথা ও কাজরে অমলিরে কারণে তরিস্কার করে বলেন: “তমেমরা কি মানুষকে সংকরমরে নরিদশে দাও এবং নিজিরো নিজিদেেরকে ভুলে যাও, অথচ তমেমরা কতিব পাঠ কর? তবুও কি তমেমরা চন্িতা কর না?” [সূরা বাকারা, আয়াত: ৪৪] যে ব্যক্তি মানুষকে সংকাজরে আদশে করে কন্িতু নিজি করে না এবং অসং কাজ থেকে নিষিধে করে কন্িতু নিজি সেটো করে তার ব্যাপারে কঠনি হুশিয়ারি এসছে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।